ব্রুনোর মৃত্যুদণ্ড[✝]

অ ন ন্ত

চরিত্র পরিচিতি :

১। জিওরদানো ব্রুনো।
২। এগ্রিপ্পিনা এ্যানজেলা : ব্রুনোর বান্ধবী।
৩। সারমোন : বিশপ, প্রথম বিচারক।
৪। গিয়ভান্নি মোসেনিগে : ব্রুনোর ছাত্র।
৫। ছাত্র-১ : ব্রুনোর ছাত্র।
৬। ছাত্র-২ : ব্রুনোর ছাত্র।

প্রথম দৃশ্য

(সন্ধ্যাবেলা জিওরদানো ব্রুনো নিজের ঘরে শুয়ে আছে, কপালে হাত রেখে। তাকিয়ে আছে নিবিষ্ঠ মনে জানালার দিকে; কিছুটা ক্লান্ত শরীর নিয়ে বাইরের আকাশ দেখছে। ভালোই লাগছে পূর্ণিমার আকাশ দেখতে। তন্ময় হয়ে আকাশ দেখতে দেখতে একসময় বিছানা ছেড়ে উঠে, জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো।)

ব্রুনো : আকাশ, তুমি এত বিশাল কেন? এত সুন্দর কেন তুমি? তোমার সৃষ্টি, তোমার আদি কোথায়, অন্তইবা কোথায়? আমি জানতে চাই, জানতে চাই আরো বিশদভাবে? কিন্তু কে বলবে আমাকে, তোমার কথা। যাকেই জিজ্ঞেস করি, সে বলে—"এত প্রশ্ন করো না, প্রশ্ন করতে নেই। পাপ হবে, বেশি করে ঈশ্বরের নাম নেও।" কিন্তু আমি তো চুপ করে থাকতে পারি না; আমার প্রশ্নের উত্তর আমি খোঁজবো কোথায় বলো। ঈশ্বরের নাম বেশি করে নিলেও উত্তর খোঁজে পাই না। পবিত্র বাইবেল থেকেও আমার উত্তর পাই না। বরং ঐ পবিত্র গ্রন্থ পড়লে আমার মধ্যে আরো হাজার হাজার প্রশ্ন তৈরি হয়। এত প্রশ্নের উত্তর কে দিবে, বলতে পারো? আমি বুঝে পাই না, আমাদের এই সকল পবিত্রগ্রন্থ কেন অজস্র ভুলে ভরা, কেন প্রমাণহীন কাল্পনিক গল্পে ঠাসা? কেন, এত স্ববিরোধী বক্তব্যে ভরপুর? কিন্তু এ কথাগুলো কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারি না, ভয় লাগে। এমনিতে সবাই বলে, আমি নাকি পাগল হয়ে যাচ্ছি। তাই সবাই এড়িয়ে চলে আমাকে, দেখলেই সরে পড়ে। কী দোষ আমার, বলতে পারো? চিন্তা করা কি অপরাধ? প্রশ্ন করা কি পাপ? আমি তো হলি বাইবেলে পড়লাম, মাবুদ আমাদের সকলকেই নিয়ন্ত্রণ করছেন, পরিচালনা করছেন। তার ইচ্ছা ছাড়া, গাছের একটি পাতাও নড়ে না। তাহলে নিশ্চয়ই, মাবুদ আমাকেও নিয়ন্ত্রণ করছেন। এমন কী আমার ভাবনা-চিন্তাকেও। তবে কেন, আমার চিন্তা করা অপরাধ হবে, পাপ হবে। মাবুদ কী কখনো পাপ করতে পারেন?—এ কথা কাকে জিজ্ঞেস করবো? কে বলবে আমায় ...? (দীর্ঘ আত্ম-আলাপের পর একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো ব্রুনো। একসময় আস্তে আস্তে জানলার কাছ থেকে সরে আসলো ব্রুনো। অস্থিরভাবে পায়চারি করলো আরো কিছুক্ষণ। তারপর কোট্‌টা গায়ে চাপিয়ে বান্ধবী এগ্রিপ্পিনার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলো।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(ঘরেই ছিল এগ্রিপ্পিনা, জ্যোৎস্নাভরা রাতে জানালার দিকে তাকিয়ে আকাশ দেখছে মুগ্ধ নয়নে। পিছনে পদশব্দ হওয়াতে ঘুরে তাকালো। মুখ ভরে উঠলো নিঃশব্দ মিষ্টি হাসিতে।)

[✝] বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ, মুক্তচিন্তা চর্চার কারণে ধর্মবাদিদের কোপানলে ব্রুনোর আত্মোৎসর্গের ইতিহাস আমাদের সবাই জানা। তবে রচনার প্রয়োজনে ইতিহাস এখানে গল্পের চরিত্র, কাহিনীর প্রতিচ্ছবি। ব্যাস!

এগ্রিপ্পিনা : এসো ব্রুনো, এসো। বসো এখানে। দেখছো আজ কী সুন্দর আকাশ, কী সুন্দর চাঁদ! এ যেন—আলোর বন্যা হচ্ছে বাহিরে। ইচ্ছে করছে, এই আলোর সাথে একদম মিশে যাই। অপূর্ব এ সৌন্দর্য! (একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে ব্রুনো।)

ব্রুনো : হুঁ! দেখেছি। কিন্তু ভালো লাগছে না। ভালো লাগছে না কোনো কিছুই। চার্চের এই বাঁধা-ধরা জীবন আর ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছে—চারিদিক দিন-দিন বদ্ধ হয়ে আসছে, চেপে বসছে আমার ওপর। ক্রমশ হাঁপিয়ে উঠছি। কিন্তু তোমার কাছে এলে, আমি যেন শান্তি পাই। স্বস্তি অনুভব করি। (ঠোঁটের কোণে আলতো হাসি নিয়ে আসে এগ্রিপ্পিনা।)

এগ্রিপ্পিনা : আমার কাছে এলে শান্তি পাও? কি বলো? আমি কি কাউকে শান্তি দিতে পারি? তারচেয়ে তুমি কী চার্চের দেয়ালের ওই লেখা দেখনি, বড় বড় করেই তো লেখা রয়েছে—"আমার কাছে এসো, আমি তোমাকে শান্তি দেবো।" (ব্রুনো লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, কিছুটা উত্তেজনা বোধ করে)

ব্রুনো : হ্যাঁ! হ্যাঁ! দেখেছি অনেকবার। কিন্তু, আমি কখনো ওখান থেকে শান্তি বোধ করিনি।

এগ্রিপ্পিনা : কী বলছো এ সব! এ ধরনের কথাতো তুমি সেই ছোটকাল ধরে পড়ে আসছো। আমিও পড়েছি, আমরা সকলেই পড়েছি। তাছাড়া ফাদারও হাজার হাজার বার বলেছেন, এ কথা।

ব্রুনো : হ্যাঁ! হ্যাঁ! ঠিক আছে। কিন্তু পড়েছি তো কি হয়েছে? এ ধরনের কত কথাই তো পড়েছি। এগুলো কখনো আমার কাছে সত্য মনে হয়নি। জানো এ্যানজেলা, কিছুদিন আগে আমি ইরাসমাসের একটি উক্তি পড়েছিলাম, "খ্রিস্টই পবিত্র—এ কথা ঠিক নয়।" আর আমার মনে হয়, 'বাইবেল সত্য'—এ কথাও ঠিক নয়। সত্য অনেক বড়, আরো প্রসারিত। সত্য, যুক্তি-প্রমাণের ওপর নির্ভরশীল। আমাদের পবিত্র গ্রন্থের কোনো বক্তব্যই তো যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায় না, যাচাই-বাছাই করা যায় না। এমন কী কোনো প্রশ্নও করা যায় না। শুধু অন্ধভাবে মেনে নিতে হয়, বিশ্বাস করতে হয়। এ কেন? কেন এই নিষেধাজ্ঞা? যুক্তির প্রতি, প্রশ্নের প্রতি তাদের কিসের এতো ভয়, কিসের শঙ্কা? তাইতো আমি চার্চে গিয়ে, খ্রিস্টের সামনে দাঁড়িয়ে শান্তি পাই না, ভরসা পাই না। বরং তোমার সামনে এলে আমি শান্তি পাই। তোমাকে অনেক কথা মন খুলে বলতে পারি, আমার অনেক প্রশ্ন-ভাবনা নির্দ্বিধায় তোমার সাথে বিনিময় করতে পারি। যা আমি পারি না, ফাদারের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে, এমন কী খ্রিস্টের ক্রুশের সামনে দাঁড়িয়েও। মাঝে মাঝে ভাবি, আমি কি বাইবেল থেকে নিষ্ঠা হারিয়ে ফেলেছি? খ্রিস্টকে কি অবিশ্বাস করছি? জানি না আমি, বুঝতে পারি না কিছুই। (এগ্রিপ্পিনা ব্রুনোর কাছে এসে দাঁড়ায়। আলতো করে হাতে চাপ দেয়।)

এগ্রিপ্পিনা : হায়! তোমার এসব কথা, চার্চের অন্য কেউ শুনলে ভীষণ ক্ষেপে যাবে। তোমার বিরুদ্ধে ফাদারের কাছে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ আনবে। বেঁচে থাকতে দেবে না, তোমাকে ওরা মেরে ফেলবে। তোমার কথা শুনে আমার ভীষণ ভয় হচ্ছে। তোমার কি ভয় করে না?

ব্রুনো : হ্যাঁ করে। অবশ্যই ভয় করে। বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে। কিন্তু এর থেকেও বেশি ইচ্ছে করে মুক্তচিন্তা করতে, যুক্তি দিয়ে যাচাই করতে, প্রশ্ন করতে, উত্তর খোঁজতে।

এগ্রিপ্পিনা : এ তো ভয়ঙ্কর কথা! তুমি ভুলে যেও না, সক্রেটিসকে কারা বিষ খাইয়ে মেরেছে? কেন মেরেছে? কারা হাইপেশিয়াকে টেনে হিঁচড়ে হত্যা করেছে? তুমিতো নিশ্চয়ই এও জানো, ওই সকল হত্যাকারিদের বংশধর

এখনও আমাদের চারপাশে রয়েছে। চারিদিকে ঘুরঘুর করছে। তোমার কথা শুনলে, যেকোনো সময় তোমাকেও ওরা ...!

ব্রুনো : জানি এ্যানজেলা, জানি। তাই মাঝে মাঝে মনে হয়, এই গির্জা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাই। দূরে, অনেক দূরে। যেখানে থাকবে না কোনো ধর্মদ্রোহিতার নামে কোনো বেড়াজাল। মুক্তচিন্তায় কেউ বাঁধা দিবে না। আমি নিবিষ্ঠ মনে প্রশ্ন করতে পারবো, উত্তর খোঁজতে পারবে নিজের মতো করে। স্বাধীনভাবেই যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগ করে বক্তব্য দিতে পারবো। কেউ ভয় দেখাবে না, কেউ চোখ রাঙাবে না, কেউ হুমকি দিবে না, কেউ আক্রমণ করবে না। কেউ সক্রেটিসের মতো আমাকেও বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে চাইবে না।

এগ্রিপ্পিনা : তুমি চার্চ ছেড়ে চলে যাবে? কোথায় যাবে তুমি? নোলা থেকে ফ্লোরেন্স? না কী, ফ্লোরেন্স ছেড়ে অন্য কোথাও? ইটালিই ছেড়ে চলে যাবে না তো?

ব্রুনো : এখনও কিছুই ঠিক করিনি। সবই কেবল ভেবে রাখছি। যদি ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে আসে, তবে যেতেই তো হবে। আচ্ছা, তুমি কী কোপার্নিকাসের নাম শুনেছ?

এগ্রিপ্পিনা : কোপার্নিকাস? পোল্যান্ডের সেই যাজক নাকি, যিনি আকাশ নিয়ে বই লিখেছিলেন।

ব্রুনো : হ্যাঁ। তিনি পোল্যান্ডের ফ্রায়ুয়েনবুর্গ গির্জার পাদ্রি ছিলেন। পড়েছ, তাঁর বই?

এগ্রিপ্পিনা : না, পড়া হয় নাই।

ব্রুনো : ও আচ্ছা। কোপার্নিকাস অন্য রকমের বিশ্বের কথা বলেছেন। বলেছেন—চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে। আর পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি ইত্যাদি গ্রহ নাকি সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। এভাবে তারা সকলে আরো বড় কিছুর চারিদিকে ঘুরছে! (শুনতে শুনতে এগ্রিপ্পিনার বিস্ময়ে চোখ বড় হয়ে গেল।)

এগ্রিপ্পিনা : কিন্তু! কিন্তু পবিত্র বাইবেল যে আমাদের বলছে, এই পৃথিবীই স্থির। পৃথিবী এই মহাবিশ্বের কেন্দ্র। সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ইত্যাদি পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে।! এটা কিভাবে সম্ভব? বাইবেল কি কখনো মিথ্যে হতে পারে? সদা প্রভু স্বয়ং বাইবেল লিখেছেন। তিনি কি ভুল করতে পারেন? (ব্রুনো খুব ঠাণ্ডা এবং শীতল দৃষ্টিতে তাকালো।)

ব্রুনো : এ্যানজেলা, আমি বেশ ভালো করেই জানি বাইবেলে কি বলা আছে, কি বলা নেই? আর কোপার্নিকাস নানা তথ্য-উপাত্ত এবং গণিতের সাহায্যে তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন, পৃথিবী স্থির কোনো কিছু নয়, এমন কী মহাবিশ্বের কেন্দ্রও নয়। তাইতো আমি বলি—"ঈশ্বরের নাম নিয়ে চার্চের পথে চলবে, না যুক্তির পথে চলবে। শাস্ত্রের পথে চলবে, না সত্যের পথে চলবে।"

এগ্রিপ্পিনা : 'শাস্ত্রই সত্য'—এমন কথা তো জন্মের পর থেকে জেনে এসেছি। ছোটবেলা থেকে জেনেছি খ্রিস্টই সব, খ্রিস্টই শেষ, এরপর আর কিছু নাই।

ব্রুনো : হ্যাঁ। এ ধরনের কথা আমরা সবাই জেনেছি-শিখেছি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ধর্ম সম্পর্কিত অজস্র কথা আমাদের কোনো প্রশ্ন ছাড়া শিখানো হয়েছে; প্রমাণ ছাড়া, জোর করে বিশ্বাস করানো হয়েছে। কিন্তু আজ, আজ ইটালি প্রশ্ন করতে শিখেছে। আমি সেই শত বছর ধরে চলে আসা প্রমাণহীন, যুক্তিহীন বক্তব্যের বিরুদ্ধে হাজার

হাজার প্রশ্ন শুনতে পাই। এ প্রশ্ন করার মানসিকতা কেউ রুখতে পারবে না, কেউ না। আচ্ছা এ্যানজেলা, তোমার ভিতর কী প্রশ্ন তৈরি হয় না, তোমার কী জানতে ইচ্ছে করে না, আমরা যা এতকাল জেনে এসেছি, তার কতটুকু সত্য? কতটুকু যুক্তিপূর্ণ ...? (বলতে বলতে কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে যায় ব্রুনো।)

এগ্রিপ্পিনা : জাগে, জাগে। কতশত হাজার হাজার প্রশ্ন মনে আসে। কিন্তু ভয় করে। ভয় করে, আমরা ভুল করছি না তো? (ব্রুনো কোনো উত্তর দেয় না, ঠোঁটের কোণে নিঃশব্দ হাসি দেখা যায়।)

তৃতীয় দৃশ্য

(ডোমিনিকান গির্জার বিশপ সারমোন বসে আছেন, তার রুমে। কিছুটা অস্থির, কিছুটা উত্তেজিত। চারিদিক থেকে নানা অভিযোগ আসছে, ব্রুনো আর এগ্রিপ্পিনাকে নিয়ে। এবার একটা বিহিত করতেই হবে। না হলে, ধর্ম-গির্জাকে আর টিকানো যাবে না। কী যে হয়েছে, এখন ইটালি'তে। চারিদিকে শুধু শয়তানি কাজ-কারবার। এরকম হলে তো বেশিদিন আর পবিত্র ধর্মকে টেকানো যাবে না। আজ গির্জার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, কাল হয়তো ঈশ্বরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। নাহ! আর বরদাস্ত করা যায় না। এখনই রুখতে হবে। এমন সময় ব্রুনো ও এগ্রিপ্পিনা হাজির হলো ফাদারের সামনে। তাদের দুজনকে দেখে খুব কষ্ট করে মুখে হাসি নিয়ে আসলেন ফাদার। ব্রুনো ও এগ্রিপ্পিনা দুজন একসাথে ফাদারকে করমর্দন করলো।)

ফাদার সারমোন : কি সংবাদ ব্রুনো? তোমরা দুজন একসাথে কেন, এ সময়ে?

ব্রুনো : ফাদার, বেশ কিছুদিন ধরে কিছু প্রশ্ন ঘোরপাক খাচ্ছে। কিন্তু কাকে জিজ্ঞেস করবো, ভেবে পাচ্ছি না। আবার সর্বসমক্ষে এই প্রশ্নগুলি উত্থাপন করতে সঙ্কোচবোধ হচ্ছে বলেই নিভৃতে আপনার কাছে এলাম।

ফাদার : ভালো। কিন্তু সাথে এ্যানজেলা কেন? তুমি কি গির্জার সব নিয়ম-কানুন ভুলে গেছ? ভুলে গেছ, গির্জায় প্রকাশ্যে ছেলে-মেয়েদের ঘোরাঘুরি নিষেধ।

ব্রুনো : ভুলি নাই ফাদার। তবে আমার অনুভূতির-প্রশ্নের শরিক এ্যানজেলাও। তাই তাকে, আমিই নিয়ে এসেছি।

ফাদার : ও! তা বলো—কি তোমাদের প্রশ্ন?

ব্রুনো : আমাদের মনে অনেক প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা। আমাদের দেহে নানা অনুভূতি। এগুলো যখন অনুভব করতে পারি, তখন নিশ্চয়ই এ অনুভূতিগুলো সত্য। এছাড়া আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়েও অনেক জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসাগুলো তো সত্য?

ফাদার : নিশ্চয়ই সত্য। দেহ যখন সত্য, দেহের অনুভূতিও অবশ্যই সত্য। মানুষ তার আজন্ম-লালিত জিজ্ঞাসা থেকেই ঈশ্বরকে জেনেছে, খ্রিস্টকে জেনেছে, ধর্মকে জেনেছে। আর ঈশ্বর মানুষের এই জিজ্ঞাসা লাঘবের জন্য পবিত্র বাইবেল দিয়েছেন। পৃথিবীর সকল প্রশ্নের উত্তর এই পবিত্র বাইবেলে রয়েছে। আমি মনে করি, তোমাদের আরো ভালো করে পবিত্র বাইবেল পড়া উচিৎ। বারবার পড়া উচিৎ। ওখানেই সকল প্রশ্নের উত্তর খোঁজে পাবে, তোমরা।

ব্রুনো : ফাদার, আমরা বাইবেল পড়েছি। অনেকবারই পড়েছি। এবং সাথে সাথে কোপার্নিকাসের বইও পড়েছি। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে আমার অনেক প্রশ্নের উত্তর ওই বইয়ে পেয়েছি; যা আমি পাইনি আমাদের পবিত্র বাইবেলে। যেমন—বাইবেলের স্থির পৃথিবীর তত্ত্ব, কোপার্নিকাস মিথ্যে প্রমাণ করে দিয়েছেন। মিথ্যে প্রমাণ করেছেন বাইবেলের ভূ-কেন্দ্রিক তথ্যও। (ফাদার প্রচণ্ড উত্তেজনাবোধ করলেন। সাথে সাথে গলার স্বর বাড়িয়ে দিলেন।)

ফাদার : কোপার্নিকাস? কোন্ কোপার্নিকাস? পোল্যান্ডের সেই শয়তান পাদ্রির কথা বলছ? ছি! ছি!, তুমি জান না, ওই কোপার্নিকাস খ্রিস্টবিরোধী ছিল, বাইবেল বিরোধী ছিল? তার গ্রন্থ অনেক আগেই নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। ওই শয়তানের নিষিদ্ধ বইয়ের সাথে তুমি আমাদের পবিত্র বাইবেলের তুলনা করতে পারলে? ঈশ্বর তোমাকে মাফ করুন। কিন্তু আমি ভেবে পাই না, তোমার মতো এতো নিষ্ঠাবান ছাত্র কী করে শয়তানের পাল্লায় পড়লো। তোমাদের চিন্তা-ভাবনাতো আমাদের পবিত্র গির্জাকে অপবিত্র করে ফেলবে। তোমাদের দুজনের কদর্য সম্পর্ক ঈশ্বরের এই পবিত্র স্থানে শয়তানের উপদ্রব বাড়িয়ে দিবে? (ব্রুনো অনেক কষ্টে নিজের ক্রোধ চেপে রাখলো। ভয়পেয়ে কিছুটা কুঁকড়ে গেলো এ্যানজেলা।)

ব্রুনো : মাফ করবেন, ফাদার। একটি প্রশ্ন, ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান হন, তবে আমাদের মতো সামান্য শয়তানকে নিয়ে আপনাদের কীসের এতো ভয়? ঈশ্বর কি আমাদের মতো সামান্য শয়তানকে সামাল দিতে পারেন না? না কী তিনি চাচ্ছেন, আমরা এরকম শয়তানি করি। যদি, আমাদের মাবুদ এরকমই চান—তবে আপনাদের এ নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই, মাবুদই সব ঠিক করে দিবেন। কী বলেন, আপনি...? (ফাদার সারমোন এবার ক্রোধ সামাল দিতে পারতেছেন না। প্রচণ্ড ক্রোধে তিনি যেন উন্মত্ত হয়ে যাচ্ছেন। ব্রুনোর দিকে না থাকিয়ে, কোন রকমে এ্যানজেলার দিকে তাকিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।)

ফাদার : এ্যানজেলা, তুমিও কি এই রকম ভাবতেছ?

(এ্যানজেলা কোনো কথা না বলে, মাথা নিচু করে ব্রুনোর হাত শক্ত করে চেপে ধরলো। ফাদার যা বোঝার বোঝে গেলেন। রাগে তার হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। তিনি নিজের কপাল-বুক-ঘাড়ে ক্রুশ চিহ্ন একে দিলেন।)

ফাদার : ওহ! প্রভু যিশু, রক্ষা কর! রক্ষা কর! কী শুনছি আজ, এই অধম মূঢ়দের কাছ থেকে! শোন ব্রুনো, তোমার এই বিকৃত মানসিকতা, শয়তানি ভাবনা আমাদের পবিত্র গির্জাকে অপবিত্র করে ফেলেছে। এসকল নাফরমানি কাজ আর সহ্য করা যায় না। তাই তোমাকে চলে যেতে হবে এখান থেকে। এখনই। যাও, এখনই বের হয়ে যাও এখান থেকে। এক মুহূর্তও তোমাকে দেখতে চাই না। আর এ্যানজেলা, ব্রুনোর এই শয়তানি কাজ-কারবারকে প্রশ্রয় দেবার অপরাধে তোমার বিচার হবে। যাও বেরিয়ে যাও তোমরা আমার সামনে থেকে। (ব্রুনো আর এ্যানজেলা নিঃশব্দে চলে গেলো, ফাদারের রুম থেকে।)

চতুর্থ দৃশ্য

(পরদিনই বহিষ্কার করা হলো ব্রুনোকে, চার্চ থেকে। আর বিচারের জন্য রেখে দেয়া হলো, ব্রুনোর প্রাণপ্রিয় এ্যানজেলাকে। পরবর্তীতে এ্যানজেলাকে বিচারের রায়ে নির্বাসন দেয়া হলো। ব্রুনো ভেবে পেলেন না— "সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সামান্য দু-তিনটি প্রশ্নকে কেন এতো ভয়? কেনইবা বাইবেলে মিথ্যে তথ্যে ভরপুর? তবে কি বাইবেল, ঈশ্বরের লিখিত নয়? তবে কি ঈশ্বর বলতে কিছুই নেই, সবই কি কারসাজি গির্জার ফাদারদের...?" ব্রুনোর এখন আর থাকার জায়গা নেই, খাবারের সংস্থান নেই। পথে পথে ঘুরতে-ঘুরতে, ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত তিনি। ক্ষুধার জ্বালায় মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি নেই। পায়ে জোর নেই, পা আর চলে না। এর মধ্যেই

দিন যায়, রাত আসে। রাত যায়, দিন আসে। একদিন নিজের নোলা শহর পেরিয়ে ফ্লোরেন্স শহরে পৌঁছলেন। আস্তে আস্তে এখানে খোঁজে পেলেন নূতন জীবনের স্বাদ। তিনি হয়ে ওঠলেন জ্ঞান-তপস্বী। দম বন্ধ করা চার্চের ভিতর থেকে বের হয়ে বহু দূরে এসে খোঁজে পেলেন মুক্ত জীবনের স্বাদ, মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি। এই শহরে অনেক শিক্ষার্থী জুটে গেল। অনেকেই তার কাছে ছুটে আসে, জ্ঞান আহরণ করতে, নানা প্রশ্ন শুনতে। পুরাতন জরাজীর্ণ মতবাদ ভেঙ্গে নূতনের আলোক দিশা পেতে।)

ছাত্র-১ : আচার্য, আপনি সত্যের সন্ধানে ইটালি ত্যাগ করলেন কেন? সত্যের সন্ধান কী এতোই নির্মম, সাধারণ মানুষ একে সহ্য করতে পারে না? মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে? বলুন, আচার্য। আমাদের বলুন সৌরজগতের কথা, ব্রহ্মাণ্ডের কথা। কি করে পাবো মোরা, যুক্তির মাধ্যমে সত্য সন্ধানের পথ?

ব্রুনো : প্রিয় ছাত্র, সত্য সবসময়ই সত্য। সত্য কারো ওপর নির্ভর করে না, কারো ধার ধারে না। সত্যকে জানতে হলে অবশ্যই যুক্তির চর্চা করতে হবে। যুক্তি ছাড়া সত্য জানা সম্ভব নয়। কারণ, যুক্তিই একমাত্র রাগ-দুঃখ-ক্ষোভ-স্বার্থ-ভালোবাসা ইত্যাদি মানবিক মূল্যবোধের ঊর্ধ্বে ওঠে মানুষকে চিন্তা করতে শেখায়। এই মূল্যবোধ-ব্যক্তিগত অনুভূতি নিরপেক্ষ চিন্তা মানুষকে যে কোনো বিষয় সম্পর্কে সত্য সন্ধানের কাছাকাছি পৌঁছিয়ে দেয়। তাই বলতে হবে, যুক্তির কোনো বিকল্প নেই। আর যে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে তোমরা জানতে চাইলে, এই বিশ্ব-মহাবিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে আমার আগেই পোল্যান্ডের জ্ঞান-তপস্বী কোপার্নিকাস বলে গেছেন। তিনি তাঁর বইয়ে প্রমাণসহ দেখিয়েছেন, আমাদের পৃথিবী স্থির কোন জড়বস্তু নয়, এটি গতিশীল। এই ব্রহ্মাণ্ড পৃথিবীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে না, বরং আমাদের পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। আর এই সূর্য পবিত্র কিছু নয়, শুধুমাত্র একটি নক্ষত্র, যেরকম অজস্র নক্ষত্র মহাবিশ্বে রয়েছে।

ছাত্র-২ : আচার্য! আপনার এ বক্তব্য আমাদের পবিত্র বাইবেলের সাথে তো মিলছে না? এটা কি করে সম্ভব হলো? তবে কি পবিত্র বাইবেলে ভুল বক্তব্য রয়েছে? ঈশ্বর কিভাবে তাঁর নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে ভুল বক্তব্য দেন? (ছাত্রের প্রশ্ন শুনে মুচকি হাসলেন ব্রুনো।)

ব্রুনো : তোমাদের এ প্রশ্নের উত্তর আমি এই মুহূর্তে দিব না। তোমরা নিজেরা খোঁজে নাও। তবে এতটুকু বলি—তোমরা যে প্রশ্ন করলে, ঠিক একই ভাবনা আমারও মাথাতে এসেছিল, এবং এ ধরনের ভাবনার কারণেই আমাকে আমার জন্মস্থান ত্যাগ করতে হয়েছিল; জানি না, আবার কখন এই স্থানও আমাকে ত্যাগ করতে হয়? (ব্রুনোর এ বক্তব্য শুনে এক ছাত্র উঠে দাঁড়াল। নাম তাঁর গিয়ভান্নি মোসেনিগে।)

গিয়ভান্নি : আচার্য, আপনার এখানে কোন দুশ্চিন্তার কিছু নেই। আমার বাবা এই শহরের অভিজাত ব্যারন। আপনার কোন অসুবিধা হলে, আপনি আমাদের গৃহে উঠবেন।

ব্রুনো : ধন্যবাদ গিয়ভান্নি। তোমার কথা আমার মনে থাকবে।

পঞ্চম দৃশ্য

(আবার চারিদিকে গুঞ্জন শুরু হল। ব্রুনো ছাত্রসমাজকে নষ্ট করে ফেলছেন। বাইবেলের বিরুদ্ধে, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, নিন্দা করতেছেন। এত বড় আস্পর্ধা হল কিভাবে, এক ভিনদেশী নাগরিকের। এই ভিনদেশী নাগরিক এখানে বেশিদিন থাকলে এ শহরের ছাত্রদের মাথা খেয়ে ফেলবে। তাই একে, এখানে থেকে বের করে দেয়া হোক অথবা পবিত্র ঈশ্বরকে অপমান করার জন্য ইনকুইজিসনের সামনে তোলা হোক। এই ধরনের অন্যায় আর

সহ্য করা যায় না। একটা বিহিত করতেই হবে। এই খবর শুনে ফেলে গিয়ভান্নি। সাথে সাথে দৌড়ে চলে যায় ব্রুনোর কাছে।)

গিয়ভান্নি : আচার্য! আচার্য! আপনার বিপদ! মস্ত বিপদ!

ব্রুনো : বিপদ! আমার বিপদ! কিসের বিপদ?

গিয়ভান্নি : আমি সব বলতে পারবো না। সময়ও নেই। ওরা আপনাকে খোঁজতেছে। পেয়ে গেলে আর রাখবে না...।

ব্রুনো : হা! হা! হা! আমার আছেইবা কী? আর রাখবেইবা কী?

গিয়ভান্নি : ওফ! আচার্য, আপনি বুঝতেছেন না। ওরা মানে এই ফ্লোরেন্স শহরের সকল অভিভাবকেরা এক হয়েছে, আপনার বিরুদ্ধে। আপনার বিরুদ্ধে ইনকুইজেসনের কথা বলতেছে। আপনি খ্রিস্টধর্মকে অপমান করেছেন। প্রভু যিশুকে অমর্যাদা করেছন। তাই ওরা আপনাকে শাস্তি দিতে চায়।

ব্রুনো : মোটেই না। আমি কখনো খ্রিস্টধর্ম বা যিশুর অমর্যাদা করিনি। যা সত্যই, তাই শুধু আমি বলেছি। সত্য বলা নিশ্চয় অন্যায় নয়?

গিয়ভান্নি : আচার্য, ওরা ন্যায়-অন্যায় বুঝে না। ওরা বুঝে শুধু বাইবেলকে আর গির্জার ফাদারদের। আর কিছু ওরা জানতে চায় না, বুঝতে চায় না। আজ গির্জার ফাদারেরাও সকলে আপনার বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছে, ওরা আপনার বিচার চায়। তাই আচার্য, আর সময় নষ্ট করবেন না। দয়া করে আপনি নিজের জীবন বাঁচান। আপনি চলে যান এখান থেকে।

ব্রুনো : চলে যাব? কী বলছ গিয়ভান্নি? আমি পালিয়ে যাব? কেন? আমি পালিয়ে গেলে কে করবে সত্যের সন্ধান, কে করবে যুক্তির চর্চা? তোমরা তো এখনও অনেক ছোট, এ গুরু দায়িত্ব বহন করতে পারবে না। তোমরা এর যোগ্য হয়ে ওঠনি। আরো কিছুকাল আমাকে থাকতে হবে তোমাদের কাছে, তোমাদের গড়ে তুলতে হবে।

গিয়ভান্নি : এখন নয়, আচার্য। আপনি বুঝতে চেষ্টা করুন? আপনি বেঁচে থাকলে আমরা প্রচুর সময় পাবো, আপনার কাছ থেকে শিক্ষা অর্জনের-জ্ঞান আহরণের। কিন্তু আজ যদি কিছু হয়ে যায় আপনার, তবে তো আমাদের এ জ্ঞান আহরণ সব বৃথাই থেকে যাবে। অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যাবে সব। তাই, আপনার-আমাদের ভবিষ্যৎ শান্তির জন্য-যুক্তিবাদিতার চর্চার জন্য আপনাকে কিছুকাল আত্মগোপন করতে হবে। সবকিছু ঠাণ্ডা হয়ে এলে আপনি আবার ফিরে আসবেন আমাদের মাঝে।

ব্রুনো : গিয়ভান্নি, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। তুমি মনে হয়, ঠিকই বলছ। ভবিষ্যতে ভালোর আশায় মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে কিছু ছাড় দিতেই হবে। ঠিক আছে, গিয়ভান্নি। তোমাকে আবারো ধন্যবাদ। আমি চলে যাচ্ছি এই শহর ছেড়ে। তবে কথা দিলাম, তোমাদের সাথে আমার যোগাযোগ অক্ষুণ্ন থাকবে। আমি আবার ফিরে আসবো তোমাদের মাঝেই।

গিয়ভান্নি : অবশ্যই আচার্য। আমরা আপনার অপেক্ষায় থাকবো।

ষষ্ঠ দৃশ্য

(গিয়ভান্নি আচার্য ব্রুনোকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিল, মেয়েদের পোশাক ধারণ করে; একদল যাত্রীর সাথে সুইজারল্যান্ড যাত্রা করলেন। কিন্তু আবারো অনিশ্চিৎ ভবিষ্যৎ। অর্থ-খাদ্যের কষ্টে ক্রমে দুর্বল হয়ে ওঠলেন। শরীর একদম ভেঙ্গে যাচ্ছে। তারওপর সুইজারল্যান্ডও তাঁর জন্য নিরাপদ নয়, কেউ তাকে আশ্রয় দিতে চাইলো না, এমন কি প্রচণ্ড তৃষ্ণায় কাতর, তবু এক গ্লাস পানিও দিল না। সবাই তাকে দেখলেই এড়িয়ে যায়। সুইজারল্যান্ড থেকে চলে গেলেন জার্মানি, জার্মানি থেকে ইংল্যান্ড। কিন্তু কোথাও ঠাঁই নেই। অর্থের অভাব, খাদ্যের অভাব, বাসস্থানের অভাব সবকিছুই তাকে ক্রমেই অসুস্থ করে দিচ্ছে। দুর্বল করে দিচ্ছে। জীবনে বাঁচার আশা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। তারপরও তিনি আদর্শকে ত্যাগ করতে পারলেন না। সত্যের জয় ঘোষণা করে যেতে লাগলেন অবিরাম। এভাবে চলতে চলতে একদিন ফ্রান্সের প্যারিসে পৌঁছলেন। এবার যেন, ব্রুনো একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারলেন। প্যারিস, মুক্ত প্যারিস, মুক্তির প্যারিস। মুক্ত আবহাওয়া প্যারিসের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে। এখানে তিনি নিশ্চিন্তে কথা বলার পরিবেশ খোঁজে পেলেন। কিছু ছাত্রও জুটে গেলো। তার কাছে ছুটে আসে জ্ঞানের কথা শুনতে, প্রাণের কথা শুনতে, মানুষের কথা শুনতে। তিনি তাদের সাথে প্রাণ খুলে কথা বলতে লাগলেন।)

ব্রুনো : এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড অসীম এবং পরিবর্তনশীল। এখানে প্রতিটি অভ্যন্তরীণ প্রকৃয়ার শুরু আছে, শেষ আছে। কিন্তু সমগ্র প্রকৃয়ার কোন শুরু নেই, শেষও নেই। এই বিশ্ব কারো নিয়ন্ত্রাধীন নয়। নেই এর কোন নিয়ন্ত্রকও। আছে শুধু কিছু প্রাকৃতিক নিয়ম, যা এখনও আমরা পরিপূর্ণ ভাবে জানতে পারিনি। তাই আমাদের জ্ঞান আহরণ বন্ধ করলে চলবে না। আরো, আরো বেশি করে জানতে হবে আমাদের এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ম সম্পর্কে। কোন নির্দিষ্ট উপাস্য গ্রন্থ পাঠ করলে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে জানা যাবে না। মনে রাখতে হবে, কোন বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে জানতে হলে অবশ্যই মনের মধ্যে সন্দেহ-সংশয়-আগ্রহ থাকতে হবে। উপাস্য গ্রন্থগুলো পড়ার আগেই বিশ্বাস করতে বলে, মেনে নিতে বলে। এতে কি পরিপূর্ণ জ্ঞান আহরণ সম্ভব?

ছাত্র-১ : না, আচার্য। আগেই কোন কিছু মেনে নিলে, বিশ্বাস করে ফেললে—সে বিষয়ে সন্দেহ-সংশয় তৈরি হবে কিভাবে?

ব্রুনো : ঠিকই বলেছ।

ছাত্র-২ : আচার্য, আমাদের স্বর্গ-মর্ত-পাতাল সম্পর্কে কিছু বলেন। আমরা শুনতে চাই। হলি বাইবেলে এ সম্পর্কে অনেক সুন্দর সুন্দর করে নানা কথা বলা হয়েছে?

ব্রুনো : তোমাদের আগেই বলেছি, কেউ কিছু বললেই মেনে নিতে হবে, এমন মনোভাব থাকলে আর যাই হোক জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়। এমন কী, আমিও যা বলছি তাও তোমরা এক বাক্যে মেনে নিও না। যাচাই করো, অনুসন্ধান করো, নিজেদের বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করো। তারপরই গ্রহণ অথবা বর্জন করো। যা হোক, হলি বাইবেলে স্বর্গ-মর্ত-পাতাল, ঈশ্বর নিয়ে নানা কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়গুলো নিয়ে যুক্তিপূর্ণ অনুসন্ধান চালানো সম্ভব নয়। তাই এগুলোকে নিঃসন্দেহে মানা সম্ভব নয়। আবার, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বাসস্থানের জন্য স্বর্গের প্রয়োজন, এ কথা বলার মাধ্যমে কৌশলে ঈশ্বরকে সংকীর্ণ করে ফেলা হয়। স্থান-কাল-পাত্রের মধ্যে অন্তরীণ করা হয়। এই অন্তরীণের বিষয়ে হলি বাইবেল নিরুত্তর। তাই, আবারো বলছি নিজেরা যাছাই-বাছাই না করে কোন কিছু বিশ্বাস করো না।

সপ্তম দৃশ্য

(ব্রুনোর এ ধরনের বক্তব্য কেউ সমর্থন করল, আবার কেউ করল না। কেউ শুনলই না, কেউবা আবার বিরোধিতা শুরু করে দিল। ব্রুনো নিজের স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে এদের বিরোধিতা ইচ্ছে করেই খেয়াল করলেন না। নিজের মনেই তিনি চলতে লাগলেন। কিন্তু ব্রুনো খেয়াল না করলে কী হবে, অনেকেই তাকে যেখানে পায় সেখানে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ-উপহাস করতে লাগল। চারিদিকে নানা বিরোধিতা, মাথার ওপর শাস্তির খড়্গ, এরমধ্যে অসুখে শরীর একদম ভেঙ্গে পড়েছে। একদিন তিনি নিজের দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নিলেন। ভাবলেন, যাই ঘটুক না কেন—এবার নিজের দেশেই ফিরে যাবেন। বিদেশ-বিভূঁইয়ে আর থাকা সহ্য হচ্ছে না। কিন্তু, এরপর দিন ঘটে গেল এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা।)

ছাত্র-১ : আচার্য, আচার্য। আপনার কাছে একটি চিঠি এসেছে।

ব্রুনো : আমার কাছে চিঠি? কে পাঠিয়েছে?

ছাত্র-১ : জানি না, আচার্য। তবে ফ্লোরেন্স থেকে এসেছে।

ব্রুনো : দাও, আমাকে। পড়ে দেখি।

(চিঠি পড়তে পড়তে ব্রুনোর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠলো। তাঁর প্রিয় ছাত্র গিয়ভান্নি মোসেনিগে ফ্লোরেন্স থেকে লিখেছে। কিভাবে সে এত দূর প্রবাসে ব্রুনোর ঠিকানা যোগাড় করলো? নিশ্চয়ই অনেক কষ্ট হয়েছে? ফ্লোরেন্সে যাবার আমন্ত্রন জানিয়েছে। সাথে সাথে এও লিখেছে—"সে এখন যথেষ্ঠ বড় হয়েছে এবং আচার্যের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে চায়। যদি আচার্য সময় করে ফ্লোরেন্স আসেন, তবে সব ব্যবস্থা করে রাখবে সে।" চিঠিটি পড়ে ব্রুনো অভিভূত হয়ে যান। খুশি আর ধরে না। তাই আবার চিঠি পড়েন, আবার। এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, নাহ! যেভাবেই হোক, যত কষ্টই হোক, তিনি ফ্লোরেন্সেই যাবেন। সিদ্ধান্ত যখন নিয়েছেন, এবার আর দেরি কেন? পরদিনই তিনি রওয়ানা দিলেন ফ্লোরেন্সের উদ্দেশ্যে। যাবার সময় অনেকেই তাকে অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় জানালো।)

অষ্টম দৃশ্য

(ফ্লোরেন্সে গিয়ভান্নি ব্রুনোকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালো। গিয়ভান্নির বাড়িতেই তিনি আশ্রয় নিলেন। প্রিয় ছাত্রকে নিয়ে সারা রাত গল্প করে কাটালেন। শোনাতে লাগলেন নানান দেশের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা। কিন্তু ব্রুনো খেয়াল করলেন, গিয়ভান্নি যেন কেমন একটা অমনোযোগী। আচার্যের কথা ভালোভাবে শুনছে না।)

ব্রুনো : কি হয়েছে, গিয়ভান্নি? তোমাকে একটু অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে, কোন অসুবিধা?

গিয়ভান্নি : না, আচার্য। কোন অসুবিধা নেই। আপনি বিশ্রাম করুন।

ব্রুনো : আচ্ছ, ঠিক আছে। তুমিও বিশ্রাম নেও গিয়ে। (একটু পরেই গিয়ভান্নি অস্থির হয়ে বললো।)

গিয়ভান্নি : আচার্য, একটা কথা। আপনার তো এখন চারিদিকে খুব নাম-ডাক। সবদিকেই আপনাকে এক নামে চেনে ...।

ব্রুনো : আরে না, না। আমি জিওরদানো ব্রুনো, যে রকম ছিলাম, সে রকমই আছি। একটুও বদলায়নি। তাই তো তোমার এক ডাকেই তোমার কাছেই চলে এলাম।

গিয়ভান্নি : কিন্তু অনেকেই বলে আপনি ইচ্ছে করেই বিখ্যাত হওয়ার জন্য, বাইবেল-ঈশ্বর-যিশুকে নিয়ে বিতর্ক তৈরি করেন। আপনি তো প্রায় সত্য সন্ধানের কথা বলেন, কিন্তু শাস্ত্র সম্পর্কে, বাইবেল সম্পর্কে আপনার অবিশ্বাস নিশ্চয়ই সত্য অনুসন্ধানের আবশ্যক শর্ত হতে পারে না। কারণ ওগুলো আপনার তথাকথিত যুক্তি-তর্কের ঊর্ধ্বে। আপনি নিশ্চয়ই অবিশ্বাস দিয়ে বিশ্বাস মাপতে পারবেন না ...। (এবার প্রচণ্ড ধাক্কা খেলেন আচার্য ব্রুনো। কার মুখে এসব কথা শুনছেন? এই কী সেই তাঁর প্রিয় ছাত্র গিয়ভান্নি মোসেনিগে? অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিলেন।)

ব্রুনো : দেখো, গিয়ভান্নি। আমার মনে হচ্ছে তুমি কোন কারণে উত্তেজিত হয়ে আছ। কিন্তু আমি এর কারণটা বুঝতে পারছি না। আর তুমি যে সকল কথা বলছ আমার মনে হয়, তুমি না বুঝেই এগুলো বলছ।

গিয়ভান্নি : মোটেই না। আমি জেনে শুনেই বলছি। আপনি কি ঈশ্বরকে অস্বীকার করেন নি? আপনি কি বাইবেলকে ভ্রান্ত বলেন নি?

ব্রুনো : তুমি এরই মধ্যে অনেক গুলো প্রশ্ন করেছ। সবগুলোরই উত্তর আমার কাছে আছে। তবে এই মুহূর্তে, আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর সংক্ষিপ্ত করে দিচ্ছি— ধরো, আমি যদি কোন বক্তব্য দেই, আমারই দায়িত্ব সেই বক্তব্যের স্বপক্ষে প্রমাণ হাজির করা, তাই না? না হলে, আমার বক্তব্য যে সত্য, সেটা তোমরা মানতে যাবে কেন? এখন আমি যদি কোন ধরনের প্রমাণ ছাড়াই আমার বক্তব্য মেনে নিতে বলি, তোমরা কি গ্রহণ করবে? নিশ্চয়ই না। এমন কী প্রমাণ হাজির করার পরও তোমাদের যাচাই করে দেখতে হবে, আসলেই কি প্রমাণের সাথে আমার বক্তব্যের মিল আছে কি-না? তারপরই তোমাদের মধ্যে গ্রহণ অথবা বর্জনের প্রশ্ন আসবে; এর আগে নয়। এখন লক্ষ্য কর, ঈশ্বর সম্পর্কে বাইবেল যা বলছে, তার স্বপক্ষে প্রমাণ হাজির করার নৈতিক দায়িত্ব খ্রিস্ট ধর্মগুরুদের। কিন্তু তারা সেটা না করে, আমাদের প্রমাণ ছাড়াই বিশ্বাস করতে বলছেন। কেন বলছেন? এতে কি বোঝা যায়? নিশ্চয়ই তাদের হাতে বাইবেলের বক্তব্য সম্পর্কিত কোন প্রমাণ নেই।

গিয়ভান্নি : আমি এত কিছু শুনতে চাই না। আমি জানি, কোন ধরনের পরীক্ষা করে ঈশ্বরকে-ধর্মগ্রন্থকে প্রমাণ করা যায় না। কারণ তারা সব রকম পরীক্ষার ঊর্ধ্বে। আর আপনি সত্য সন্ধানের নাম করে চার্চের ন্যায়-বিচারকে নানা সময়ে অশ্রদ্ধা করেছেন, নিন্দা করেছেন।

ব্রুনো : গিয়ভান্নি, তুমি বুঝতে পারছ না, কোনটা ন্যায় আর কোনটা অন্যায়? গির্জার ফাদার আমাদেরই মতো মানুষ। তাই তারা যা বলবে, সেটা সব সময়ই সত্য বা ন্যায় হতে পারে না। সত্য অনেক বড় বিষয়। এতো চটজলদি সত্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না। তোমাকে আরো ধৈর্য ধরে অনুসন্ধান করতে হবে।

গিয়ভান্নি : মোটেই না। আমার এতো ধৈর্য নেই।

ব্রুনো : তাহলে গিয়ভান্নি, আমাকে তোমার শিক্ষাদান থেকে অব্যাহতি দাও। আমি চলে যাই আমার আগের জায়গায়। যেখানে অনেকেই আমার কথা শুনতে চায়, আমাকে প্রশ্ন করতে চায়। (গিয়ভান্নির মুখে ইঙ্গিতপূর্ণ রহস্যময় হাসি খেলে গেল।)

গিয়ভান্নি : মনে হয়, সে সুযোগ আপনি আর পাবেন না।

(তারপর ব্রুনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাকে ঘিরে ধরলো কতিপয় ধর্মবাদিদের নাদুস-নুদুস পাণ্ডা।)

নবম দৃশ্য

(ব্রুনোকে গ্রেফতার করে জেলে নিয়ে যাওয়া হলো। শুরু হলো প্রচণ্ড নির্যাতন। সিসার তৈরি ধাতু গৃহে রেখে যেমনে পারা যায়, তেমনি নির্যাতন করা হলো—ব্রুনো যেন তার সব বক্তব্যকে ভুল বলে ঘোষণা করে; এবং কৃতকর্মের জন্য গির্জার কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে। দীর্ঘ আট বছর ধরে রাখা হলো রক্ত জমানো ঠাণ্ডা আর জল বাস্পকরা গরমের অসহ্য আবহাওয়ার মধ্যে। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর, শরীর একদমই ভেঙ্গে পড়েছে, তবু একটি প্রতিজ্ঞা আঁকড়ে ধরে বেঁচে আছেন—নিজের সত্যনিষ্ঠাকে কখনো ত্যাগ করবেন না। দীর্ঘ আট বছর ধরে ব্রুনোকে প্রতিনিয়ত তীব্র নির্যাতনের পরও স্বীকারোক্তি সংগ্রহ করতে না পেরে, বিচারের কাঠগড়ায় তুলে আনা হলো।)

বিচারক : ব্রুনো, আপনার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ রয়েছে। সবগুলি অভিযোগই ধর্মবিরোধী। এখন বলেন, আপনি কি পবিত্র বাইবেল-এ বিশ্বাস করেন?

ব্রুনো : যা পরীক্ষা দ্বারা, যুক্তি দ্বারা, অভিজ্ঞতা দ্বারা জ্ঞানের অধীনস্থ করা যায় না, তা বিশ্বাস করি না।

বিচারক : আপনি বলেছেন, আমাদের এ পৃথিবী ঘুরছে আর সূর্য স্থির। অথচ আমাদের অভিজ্ঞতা বলছে ভিন্ন কথা। এমন কি পবিত্র বাইবেলে বলা হয়েছে, পৃথিবী স্থির। তাহলে বুঝা যাচ্ছে, আপনি পৃথিবী-কেন্দ্রিক-বিশ্বকে স্বীকার করছেন না? কেন?

ব্রুনো : খালি চোখে দেখাটাই সবসময় সত্যি নয়। তাহলে অদেখা সব কিছুই অসত্য হয়ে যায়। তখন আবার আপনাদের অদেখা ঈশ্বরও অসত্য হয়ে যান, এ ব্যাপারে কি বলবেন?

বিচারক : আমাদেরকে প্রশ্ন করবেন না। আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়াই আপনার কর্তব্য ও নিয়ম। অন্য কিছু নয়। বলেন, আপনি কি মহান ঈশ্বরের এ বিশ্বকে অস্বীকার করেন?

ব্রুনো : আমাদের এ বিশ্ব অসীম। তার শুরুও নেই, শেষও নেই। এ বিশ্ব সম্পর্কে আমরা এখনও পরিপূর্ণভাবে জানতে পারিনি। তবে এতটুকু জানা যায় এই বিশ্ব স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বনিয়ন্ত্রিত।

বিচারক : আপনি তাহলে পবিত্র খ্রিস্টধর্মের সত্যকে স্বীকার করেন না?

ব্রুনো : সত্য একটি জটিল ধারণা। এই পৃথিবীতে শাশ্বত বলে কোন কিছু মনে করাই অসত্য।

বিচারক : আপনি বারে বারে ভুলে যাচ্ছেন— এটা আপনার শিক্ষালয়, নয়। এখানে আপনাকে সরাসরি প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যই আনা হয়েছে। মনে হচ্ছে, আপনাকে অন্য কিছু জিজ্ঞেস করা অনাবশ্যক।

(বিচারকরা রায় প্রদানের জন্য পরামর্শ করতে লাগলেন। আর ব্রুনো তাকিয়ে উন্মুক্ত জানালার দিকে, আকাশ দেখছেন। চারিদিকে তীব্র গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে। বিচারকেরা কিছুক্ষণ শলাপরামর্শের পর ঘোষণা করলেন, ঈশ্বরের ঐক্যতান।)

বিচারক : জিওরদানো ব্রুনো, আপনি দীর্ঘদিন ধরে ধর্মশাস্ত্র বিরোধী, গির্জা বিরোধী বক্তব্য রেখে আমাদের পবিত্র খ্রিস্টধর্ম ও গির্জাকে অপমান করে যাচ্ছেন। আপনার শয়তানি কাজ-কারবারে আমাদের তরুণপ্রজন্মের মধ্যে ঈশ্বর বিশ্বাস উবে যাচ্ছে। তাই আপনার মতো শয়তানকে মহান ঈশ্বরের এ পবিত্র পৃথিবীতে প্রয়োজন নেই, আপনার মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো। (দণ্ডদানের কথা শুনে হেসে ফেললেন ব্রুনো।)

ব্রুনো : আমাকে দণ্ডদানের কথা শুনে আমি যতো ভয় পেয়েছি, আগামী দিনে যে সত্য প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, সেই কথা ভেবে তোমরা অনেক বেশি ভয় পেয়েছো। এ দেখে আমার বড্ড হাসি পাচ্ছে। হা! হা! হা!

দশম দৃশ্য

ব্রুনোকে নিয়ে যাওয়া হলো জেলে। পরদিন নিয়ে আসা হলো বদ্ধভূমিতে। রক্ত না ঝরিয়ে মৃত্যুদানের জন্য তৈরি হলো অগ্নিকুণ্ড। ব্রুনোর হাত-পা শিকল দিয়ে বাঁধা। মুখ সরু দড়ি দিয়ে বাঁধা। এ অবস্থায়ই ব্রুনোকে টানতে টানতে তোলা হলো অগ্নিকুণ্ডে। তারপর আগুন ধরিয়ে দেয়া হলো ব্রুনোর শরীরে। আগুন লাগানোর সাথে সাথে চারিদিকে—খ্রিস্টের জয় হোক!, ঈশ্বরের জয় হোক!, আমেন!, আমেন!—ধ্বনি তৈরি করতে লাগলো ধর্মবাদিদের দল। এই "আমেন" ধ্বনির তীব্র চিৎকারের মাঝে পুড়ে ছাই হতে লাগল সত্যসন্ধানী, জ্ঞানপিপাসু এক বিদ্রোহীর শরীর। ঠিক তখনি, আগুনের মঞ্চের কাছে ছুটে এল মাঝ বয়সী এক নারী, এগ্রিপ্পিনা এ্যানজেলা। জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকিয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। তার আর জ্ঞান ফিরে এল না। তখনও নেপথ্যে বেজে চলছে—খ্রিস্টের জয় হোক!, ঈশ্বরের জয় হোক!, আমেন! আমেন! আমেন!

সমাপ্ত

সাহায্যকারী সূত্র : সমীরণ মজুমদার, দশটি বিচারের গল্প, স্বপ্রকাশ, কলকাতা।